হাইরাইজ গোরস্থান!

টাকা থাকলেও কেনার মতো জমি পাওয়া যায় না। ইসরায়েলে গোরস্থানের জন্য জমি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর তেলআবিবে অনেকগুলো বহুতল বিশিষ্ট গোরস্থান তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে ইসরায়েলি সরকার। একটি গোরস্থান ভবন ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। ৭০ ফুট উচ্চতার এই ভবনে মোট ২ লাখ ৫০টি সমাধি তৈরি করা যাবে। সুতরাং আগামী ২৫ বছর গোরস্থানের জায়গা নিয়ে ভাবতে হবে না। এটি শহরের প্রধান গোরস্থান প্রাঙ্গণেই তৈরি করা হয়েছে। জায়গার অভাব দেখা দেয়ায় ইসরায়েলি প্রশাসন এমন মোট ৩০টি হাইরাইজ গোরস্থান তৈরি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

মস্তিষ্ক-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত

পঙ্গুদের জন্য আর নয় অকেজো ও অচল কৃত্রিম হাত। সুইডেনের চালমার্স ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা এমনটিই বলছেন। এই প্রথমবারের মতো আবিষ্কৃত হলো মস্তিষ্ক-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত। এই রোবটিক হাত মস্তিষ্কের স্নায়ুপেশি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই রোগীর চিন্তার মাধ্যমে রোবটিক হাত কাজ করবে। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই হাত দিয়ে রোগী দৈনন্দিন সব কাজই সারতে পারবেন। এই রোবটিক হাত সরাসরি হাড়, স্নায়ু ও পেশির সঙ্গে যুক্ত হয়। ২০১৩ সালে প্রথম এর সফল পরীক্ষা চালানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সন্তান পড়বে সরকারি স্কুলে!

ন্যান্সির জন্মের সময়ই মাতা-পিতা জানিয়েছিলেন মেয়েকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করাবেন, যাতে ন্যান্সি সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে। ন্যান্সির এখন স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে। তাই বাবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং ব্যবসায়ী মা সামান্থা ক্যামেরন ভালো সরকারি স্কুলের সন্ধান করছেন। তারা দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মেয়েকে প্রাইভেট স্কুলে পড়াবেন না। ক্যামেরনই হবেন কনজারভেটিভ পার্টি থেকে নির্বাচিত প্রথম সংসদ সদস্য, যিনি তার সন্তানকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করতে যাচ্ছেন।

সেলফিতে উটের 'স্মাইল'!

মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে সেলফি তোলা এখন হয়ে উঠেছে বিশ্বসংস্কৃতি। আর গ্রুপ সেলফি মানেই আনন্দ। গ্রুপ সেলফি হতে হয় আনন্দে ভরপুর, হাসিতে ঠাসা। মিসরের তরুণ হোসাম আনতিকারের সম্প্রতি তোলা একটি গ্রুপ সেলফি বিশ্বগণমাধ্যমের নজর কেড়েছে। হোসাম তার বন্ধু কারেম আবদেলাজিজ, মিসারা সালাহ এবং একটি উটকে নিয়ে গ্রুপ সেলফিটি তুলেছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, উত্তর গাজায় তোলা ছবিটিতে সবার মতো উটের মুখেও 'স্মাইল' দেখা যাচ্ছে।

আলেকজান্ডারের মায়ের সমাধি!

গ্রিসের সিরিস অঞ্চলের অ্যামফোফিলিস শহরে একটি সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি ৩২০ এবং ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ এটি সম্রাট আলেকজান্ডারের শাসনামলে তৈরি করা হয়েছে। এই সমাধিঘরের মেঝেতে একটি মোজাইক শিল্পকর্ম রয়েছে। এটিই এখন প্রত্নতাত্ত্বিকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। মোজাইকে দেখা যাচ্ছে, দেবতা জিউসকন্যা

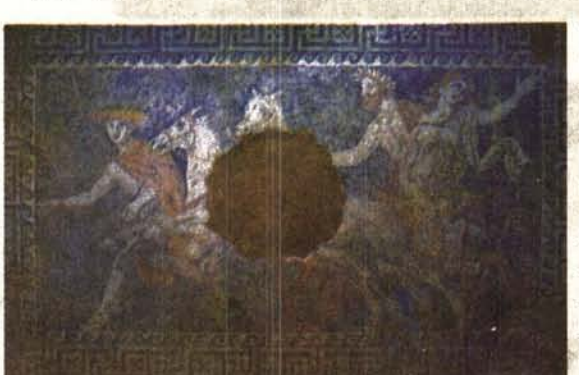

পাতালের রানী পেরসেফোনি এবং প্লুটো রথে করে যাচ্ছেন। রথ চালাচ্ছেন জিউসপুত্র হারমেস। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলছেন, পেরসেফোনি প্লুটোকে নিয়ে পাতালের উদ্দেশে ছুটছেন। এই সমাধিক্ষেত্রটি কার ছিল তা এখনো জানা যায়নি। অনেক গবেষক মনে করছেন, সম্রাটের মা অলিম্পিয়াসের জন্যই এটি তৈরি করা হয়েছিল।

-সুদীপ্ত সালাম